গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
www.srdi.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০০১.২০.৬৮ তারিখ: ২১ মাঘ ১৪২৬
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টগণের মাসিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টগণের মাসিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রযোজ্য বিষয়ে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ মাসের প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

৪-২-২০২০
বিধান কুমার ভান্ডার
পরিচালক

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

**দৃষ্টি আকর্ষণঃ** অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও উপকরণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১২.০৩.০০০০.০০২.১৬.০০১.২০.৬৮/১(৪) তারিখ: ২১ মাঘ ১৪২৬
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

অনুলিপি :
১) উপসচিব, প্রশাসন-৫ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
২) ইনোভেশন অফিসার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, সম্প্রসারণ-৩ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
৪) অফিস কপি।

৪-২-২০২০
বিধান কুমার ভান্ডার
পরিচালক

## মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

মাসের নাম ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ।

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা</th><th colspan="4">অগ্রগতি প্রতিবেদন</th></tr>
<tr><td rowspan="5">১৫.</td><td rowspan="5">কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, অকৃষি কাজে কৃষি জমি যাতে নষ্ট না হয় সে লক্ষ্যে যত্রতত্র স্থাপনা করা যাবেনা।</td><td colspan="4">মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অধঃনস্ত অফিস সমূহের আওতায় থাকা জমির পরিমান ও তাতে কৃষি কাজ সংক্রান্ত তথ্য-</td></tr>
<tr><td>অফিসের নাম</td><td>জমির পরিমান</td><td>অফিস ভবনের আয়তন</td><td>অফিস ভবনের আয়তন বহির্ভূত অংশে কৃষি কাজ সংক্রান্ত তথ্য</td></tr>
<tr><td>মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বান্দরবান।</td><td>৬৭.৫০ একর</td><td>৭.৬৭ শতাংশ</td><td>অফিস ভবন বাদে প্রায় ৩০% জমিতে সংরক্ষিত বন এবং ৭০% জমিতে গবেষণা কার্যক্রমের প্লট, জলাধারে মাছ চাষ, সবজি ও ফলের বাগান রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র বটিয়াঘাটা, খুলনা।</td><td>৯.৮৮ একর</td><td>৮.৩৮ শতাংশ</td><td>লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।</td></tr>
<tr><td colspan="4">এছাড়াও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সে সকল অফিসের নিজস্ব জমিতে ভবন রয়েছে সেখানে ভবন বাদে বাকী অংশে সবজি ও ফলের গাছ রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>১৮.</td><td>মোবাইলসহ ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষকদের তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।</td><td colspan="4">'অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম' এর মাধ্যমে যেকোন সময় যে কোন স্থান থেকে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে সঠিক পরিমানে সুষম সার প্রয়োগের বিষয়ে সুপারিশ পাওয়া যায়। 'অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম'-এ প্রতিবেদনাধীন মাসে (১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ) ৮১৫ জন কৃষক সার সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে ৩টি উপজেলার মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত ডাটাবেজে হালনাগাদ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>২০.</td><td>গবেষণা ও উন্নয়ন(R&D) কার্যক্রম আরো জোরদার করা, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকে।</td><td colspan="4">বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষে দেশের লবণাক্ত প্রবন এলাকায় (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক কার্যালয় ও লবণাক্ত ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা খুলনার মাধ্যমে লবণাক্ত তা প্রশমন ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম করে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগুলো হল-<br>১. কলস সেচ পদ্ধতি;<br>২. খামার পুকুর পদ্ধতি;<br>৩. দুই স্তর মালচিং পদ্ধতি;<br>৪. শ্যালো রিজ এন্ড ফারো পদ্ধতি ও<br>৫. কলস সেচের পানির সাথে ইউরিয়া প্রয়োগ পদ্ধতি ।</td></tr>
</table>

| ক্রঃ নং | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা | অগ্রগতি প্রতিবেদন |
|---|---|---|
| | | মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাহাড়ে ভূমি ক্ষয় ব্যবস্থাপনা ও পানি বিভাজিকা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম করা হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ-<br>১. পাহাড়ী আঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধে ঝাড়ের বেড়া পদ্ধতি,<br>২. জুট-জিও টেক্সটাইল পদ্ধতি,<br>৩. গ্যাবিয়ন চেকডেম পদ্ধতি,<br>৪. ব্রাশউড চেকডেম পদ্ধতি,<br>৫. বেঞ্চ টেরাস পদ্ধতি,<br>৬. মাইক্রো ওয়াটারসেড মডেল পদ্ধতি,<br>৭. মৃত্তিকা সংরক্ষণে পাহাড়ি ঢালে কন্টুর চাষাবাদ ও<br>৮. অর্ধ চন্দ্রাকৃতির টেরেস পদ্ধতি<br>এছাড়া ধারাবহিক ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেদনাধীন মাসে<br><br>➢ খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় নিয়মিত লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে পরিবীক্ষণ সাইটের তথ্য সংগ্রহসহ মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে।<br>ডিসেম্বর'১৯ মাসে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন নদ-নদীর পানির ইসি হালনাগাদ পূর্বক সেচ উপযোগীতার প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, ডিএই বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।<br>➢ এছাড়াও লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনায় উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততা, লবণাক্ততা প্রশমন এবং ফসল উপযোগীতা বিষয়ে ১৩ (তের)টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে।<br>➢ Monitoring of water salinity of different canal in Batiaghata Upazila, Khulna কার্যক্রমের আওতায় বটিয়াঘাটা উপজেলার ৭(সাত)টি খালের ১৫ (পনের)টি স্পটের পানির লবণাক্ততা মাত্রা নির্ণয় করে পানির লবণাক্ততা দেখা হয়। ডিসেম্বর মাসে সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ভদ্রা খালে ৩.০ ডিএস/মিটার এবং খড়িয়া খালে ০.৮০ ডিএস/মিটার যা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিকর।<br>➢ Monitoring of water salinity of the Kazibacha river in Khulna district during high and low tide throughout the year কার্যক্রমের আওতায় কাজীবাছা নদীর পানি প্রতিদিন জোয়ার ও ভাটার সময় দুইবার সংগ্রহ করা হয়। জোয়ারের সময় সর্বোচ্চ লবনাক্ততার মাত্রা ০.৯০ ডিএস/মিটার এবং সর্বনিম্ন ০.৬৮ডিএস/মিটার পরিলক্ষিত হয়। ভাটার সময় সর্বোচ্চ লবনাক্ততার মাত্রা ০.৮৫ ডিএস/মিটার পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বনিম্ন ০.৫৫ডিএস/মিটার পরিলক্ষিত হয় যা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিকর। |

১৪/০১/2020

মোছাঃ আরিফুন্নাহার
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বিসিএস কৃষি
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি মন্ত্রণালয়।